

কম্যাক বাড়িয়েছে উৎপাদন লক্ষ্য

- A Monitor Desk Report

Date: 21 January, 2025



বেইজিং : উড়োজাহাজ খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন অব চায়না (কম্যাক)।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোম্পানিটি সম্প্রতি জানিয়েছে, বর্তমানে চীনের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। এ হিসেবে উৎপাদন তিন গুণ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। খবর এশিয়া টাইমস।

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক উড়োজাহাজ পরিষেবা সংস্থা ক্যারিয়ার সংকটে পড়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো বোয়িংয়ের নিরাপত্তা জটিলতা। এমন সময়ে বাজার হিস্যা বাড়তে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে কম্যাক। দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের বাজার ধরতে চায় কোম্পানিটি।

কম্যাক এরই মধ্যে সি৯১৯ ন্যারো-বডি প্যাসেঞ্জার জেট ও এ-সম্পর্কিত লজিস্টিকের জন্য সাংহাইয়ে দ্বিতীয় কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ৫০টি উড়োজাহাজ তৈরি করে কম্যাক। এক দশকের মধ্যে উৎপাদন সক্ষমতা তিন গুণ অর্থাৎ ১৫০-এ উন্নীত করতে চায়।

সি৯১৯ উড়োজাহাজ ১৯২ জন যাত্রী বহন নিয়ে এক ভ্রমণে ৫ হাজার ৫৫৫ কিলোমিটার ভ্রমণ করতে পারে। এ সক্ষমতা বোয়িং ৭৩৭ বা এয়ারবাস এ৩২০-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য যথেষ্ট। সবেমাত্র এ সিরিজের পাঁচটি উড়োজাহাজ ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দেয়া তথ্যানুযায়ী, এরই মধ্যে এ মডেলের হাজারখানেক উড়োজাহাজের ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে।

চায়না এয়ার, চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস ও চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইনস চেয়েছে প্রায় ৩০০টি সি৯১৯; ২০৩১ সালের মধ্যে উড়োজাহাজগুলো সরবরাহের কথা রয়েছে। অন্যদিকে তিব্বত এয়ারলাইনস ফেব্রুয়ারিতে ৪০টি সি৯১৯-এর ক্রয়াদেশ দিয়েছে।

সি৯১৯-এর নির্মাণে চীন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এর বেশির ভাগ উপকরণ মার্কিন ও ইউরোপীয় কোম্পানির কাছ থেকে আমদানি করা হয়। এ

উডোজাহাজের এলইএপি জেট ইঞ্জিন মার্কিন জিই এভিয়েশন ও ফ্রান্সের সাফরান এয়ারক্রাফটের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করে সিএফএম ইন্টারন্যাশনাল।

একইভাবে ফ্লাইট কন্ট্রোল, এভিওনিক্স, হাইড্রলিক্স, অ্যাকচুয়েটর, ফুয়েল সিস্টেম ও ল্যান্ডিং গিয়ার অংশীদারত্বের ভিত্তিতে তৈরি হয়।

বর্ধিত বাজার হিসেবে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাকে পরিকল্পনায় রেখেছে কম্যাক। সম্প্রতি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য এয়ার শোতে অংশ নিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে কোম্পানিটি।

-B